প্রিয় নবী ﷺ এর মর্যাদা

ও

জশনে মিলাদের বরকত

08-November-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মদীনা, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটা পছন্দ হয়, **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি সন্তুষ্ট হোক, তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, কসমুল আকওয়াল, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস নং-২২২৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।

☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَی الله! اُذْکُرُوْا الله! صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সফরুল মুযাফফরের মুবারক মাস শেষ হওয়ার পথে, এরপর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রবিউল আউয়ালের নূরানী মাস আমাদের মাঝে আগমন করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বরকতময় মাসে পুরো দুনিয়ায় লাখো আশিকানে রাসূল আপন **প্রিয় আক্বা ও মাওলা, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের খুশি ধুমধামের সহিত উদযাপন করে **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক দেশে এবং শহরে এরই ধারবাহিকতায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করা হয়, যাতে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনের চমৎকার ঘটনাবলী এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিভিন্ন গুণাবলী বয়ান করা হয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতেও আমরা **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান সম্পর্কীত ঈমান তাজাকারী কোরআনী আয়াত, তাফসীর, হাদীসে মুবারাকা, ঘটনাবলী ও বর্ণনা এবং ওলামায়ে কিরামের বাণী সমূহ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো এবং এ থেকে অর্জিত হওয়া মাদানী ফুল সমূহ কুঁড়িয়ে নিজের হৃদয়ের মাদানী পুষ্পগুচ্ছতে সাজানোর চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হুযুর ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; বনী ইসরাঈলে এমন এক ব্যক্তি ছিলো, যে তার জীবনের দু'শত বছর **আল্লাহ তায়ালার** নাফরমানিতে অতিবাহিত করেছে, এ নাফরমানি করা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলো, বনী ইসরাঈলরা তার মৃত দেহকে পা ধরে টেনে আবর্জনা স্তুপে ফেলে দিলো। **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** নবী হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে সেখান থেকে তুলে নিন এবং তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে তার জানাযার নামায পড়ুন। হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام লোকদের নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা তার খারাপ চরিত্রের সাক্ষ্য দিল, হযরত মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** নিকট আরয করলেন: "হে **দয়ালূ প্রতিপালক!** বনী ইসরাঈলরা তো তার খারাপ চরিত্রের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে তার জীবনের দু'শ (২০০) বছর তোমার নাফরমানী করে কাটিয়েছে? **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: সে এরূপ খারাপ চরিত্রের ছিলো, কিন্তু তার এ অভ্যাস ছিলো যে, সে যখনি তাওরাত শরীফ পাঠ করার জন্য খুলতো এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নাম দেখতো তখন সে একে চুমু খেয়ে নিজের চোখে লাগাতো আর **তাঁর** প্রতি দরূদ পড়তো, ব্যস! আমি তার এই আমলের মূল্যায়ন করলাম এবং তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিয়ে তার বিবাহ সত্তর (৭০) জন হুরের সাথে করিয়ে দিলাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৫, হাদীস-৪৬৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি ঈমানদারদের মন ও মননকে সুবাসিত করে দিয়েছে, একটু ভাবুন তো! ঐ ব্যক্তি যে দীর্ঘ দিন যাবৎ গুনাহে লিপ্ত ছিলো এবং এরই মাঝে সে নেক কাজের ধারে কাছেও ছিলো না, কিন্তু নামে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করার কারণে তার এই নেয়ামত অর্জিত হয়েছে যে, হযরত মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** আদেশের প্রতি আমল করে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হলো এবং **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের অধিকারী হয়ে গেলো। ভাবুন তো! যখন হযরত

সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর এক উম্মত নামে **মুস্তফার** সম্মান করার কারণে ক্ষমার অধিকারী হতে পারে তবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ঐ ব্যক্তি যে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুধু নাম মোবারকের সম্মান করে না বরং **তাঁর** সত্ত্বা এবং **তাঁর** সাথে সম্পর্কীত সকল বস্তুর সম্মানকে অত্যাবশ্যক মনে করে, তবে তার উপর **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের বর্ষন কীরূপ হতে পারে। এই বর্ণনা দ্বারা এটাও জানা গেল যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারককে সম্মানের নিয়্যতে চুমু খাওয়া শুধু জায়িয নয়, বরং তা **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুটি অর্জনের মাধ্যমও বটে। মনে রাখবেন! ঈমান আনয়নের পর **মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হেদায়ত, নাওশায়ে বজমে জান্নাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর অনেক আয়াতে মোবারাকা প্রমান বহন করে। যেমনটি ২৬ পারার সুরাতুল ফাতাহ এর ৮ ও ৯নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا ۙ(۸) لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِیْلًا (۹)

(পারা ২৬, সুরা আল ফাতাহ, আয়াত ৮, ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী (হাযির-নাযির) করে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করে যাতে হে লোকেরা, তোমরা **আল্লাহ** ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করে আর সকাল সন্ধ্যা **আল্লাহর** পবিত্রতা ঘোষনা করো।

আ'লা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে; মুসলমানেরা! দেখো **আল্লাহ তায়ালা** দ্বীন ইসলাম প্রেরণ করেছেন, (এবং) কোরআন মজীদ অবতীর্ণের উদ্দেশ্য স্বরূপ তিনটি বিষয় ইরশাদ করেন: প্রথমটি হলো যে, **আল্লাহ** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা, দ্বিতীয়টি হলো যে, **রাসূলূল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করা, তৃতীয়টি হলো যে, **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করা। এই তিনটি বিষয়ের সুন্দর ধারাবাহিকতা তো দেখুন, সর্ব প্রথম ঈমানের আলোচনা করলেন এবং সবশেষে নিজের ইবাদতের কথা আর মাঝখানে **তাঁর প্রিয়**

হাবীব হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করার আদেশ ইরশাদ করলেন। কেননা ঈমান ছাড়া **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান কোন উপকার দিবে না।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকা এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মহান বাণী সমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানই হলো ঈমানের মূল। যদি কোন ব্যক্তি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা বর্ণনা করা ছেড়ে অন্যান্য নেক আমলের চেষ্টা করতে থাকে, তবে তার কোন আমল কবুল করার উপযুক্ত হবে না। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে সামান্যতম ত্রুটি সকল নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়ার কারণ হতে পারে। যেমনটি ২৬পারার সুরা হুজরাত এর ২নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۲﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ। নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উচু করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) এর কণ্ঠ স্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবরই থাকবে না।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেন: জানা গেল, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামান্যতম বে-আদবীও কুফরী। কেননা কুফরের কারণেই নেক আমল নষ্ট হয়। যেখানে **তাঁর** দরবারে উচ্চ স্বরে আওয়াজ করাতে নেকী নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে বে-আদবীরইবা আলোচনা কেন? আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, **তাঁর** সামনে চিৎকার করো না। না তাকে সাধারণ উপাধী দ্বারা ডাকো, যা দিয়ে একে অপরকে ডাকো, চাচা, আব্বু, ভাই, বশর (মানুষ) বলো না, **রাসূলুল্লাহ, শফিউল মুযনিবীন** বলো।

(নুরুল ইরফান, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ তায়ালার** পবিত্র বাণী মানুষ এবং জ্বিনকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের প্রশংসা বর্ণনা করছে এবং আমাদের **তাঁর** দরবারে উপস্থিতির আদব শিখাচ্ছেন যে, **প্রিয় নবী**

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে শুধু আওয়াজ উচ্চ হয়ে যাওয়াই এতো বড় অপরাধ যে, এর কারণে সকল নেকী নষ্ট হয়ে যায়। হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াবী বাদশাহদের দরবারের আদব মানুষের বানানো। কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজা শরীফের আদব **আল্লাহ তায়ালাই** শিক্ষা দিয়েছেন এবং **আল্লাহ তায়ালাই** শিখাচ্ছেন। তাছাড়া এই আদব শুধু মানুষের মাঝেই নয় বরং জ্বীন, মানুষ, ফিরিশতা সবার জন্যই। ফিরিশতারাও অনুমতি নিয়েই পবিত্র দরবারে উপস্থিত হতেন। আর এই আদব সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। (নূরুল ইরফান, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সকল আম্বিয়ায়ে কিরামই عَلَيْهِمُ السَّلَام আদব ও সম্মানের উপযুক্ত। কোরআনে করীমে **আল্লাহ তায়ালা** বিভিন্ন জায়গার আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন এবং এই আদেশ পালন কারীদের উপহার ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য করার ওয়াদাও করেছেন। যেমনটি ৬ষ্ঠ পারায় সূরা মায়েদার ১২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং **আল্লাহ**কে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং তোমাদেরকে অবশ্যই বেহেশত সমূহে নিয়ে যাবো। যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।

বিশেষ করে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আয়ননের পর **তাঁর** সম্মান প্রদর্শনকারীদের সফলতার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি ৯ম পারায় সুরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরা ঐসব লোক যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করেছে। যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তারাই সফল কাম হয়েছে।

মনে রাখবেন! এই নেয়ামত তখনই অর্জিত হবে, যখনই আমরা সর্বাবস্থায় সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বিশেষ করে **সায়্যিদুল আম্বিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদাকে নিজের ঈমানের অংশ মনে করবো এবং **তাঁর** সামান্যতম মানহানী থেকেও বাঁচার চেষ্টা করবো। **আল্লাহ তায়ালা** প্রিয় নবীর আদব শিখাতে গিয়ে যেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আওয়াজ উঁচু করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে **তাঁকে** সাধারণভাবে আহ্বান করতেও নিষেধ করেছেন। যেমনটি ১৮তম পারায় সূরা নুরের ৬৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(পারা ১৮, সুরা নূর, আয়াত ৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রাসূলের আহবানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন- তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (এই আয়াতের) একটি অর্থ মুফাসসিররা এটাও বর্ণনা করেন: (যখন কেউ) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকবে, তখন যেনো আদব ও সম্মানের সাথে **তাঁকে** সম্মানীত উপাধী সহকারে মৃদু আওয়াজে নম্র ভাষায় **ইয়া নবীয়াল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া হাবীবাল্লাহ!** ডাকে।

(তাফসীয়ে খাযায়িনুল্ ইরফান, পারা ১৮, সুরা নুর, ৬৩ নং আয়াতর পাদটিকা)

হযরত সায়্যিদুসা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: প্রথম প্রথম **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া আবাল কাসেম!** বলা হতো, যখন **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** নবীর সম্মানে এরূপ শব্দের ব্যবহার নিষেধ করলেন, তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **ইয়া নবীয়াল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ!** বলতেন।

(দালাইলুন নবুয়াত লি আবু নুয়াঈম, ১ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছদ, ১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের বিষয়টি এতই গুরূত্বপূর্ণ যে, **আল্লাহ তায়ালার** নিকট এই বিষয়টি অপছন্দনীয় যে, কেউ **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকবে। ওলামারা এর ব্যাখ্যায় বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৫৭) মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান শুধুমাত্র

প্রকাশ্য জীবনেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের উপর **তাঁর** শান ও মহত্বকে স্বীকার করা আবশ্যক। যেমনিভাবে-

হযরত আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবন এবং প্রকাশ্য ওফাতের পরও সবাবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও সম্মান করা উম্মতের উপর আবশ্যক এবং প্রয়োজন। কেননা অন্তরে যতই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান বাড়বে ততই ঈমানের নূর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল, **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম ও ভালবাসা প্রত্যেক বিষয়ে **তাঁর** প্রতি অত্যাধিক আদব রক্ষা করা, ঈমান বৃদ্ধির উপায় এবং ঈমানের মূল। এটাকে এভাবে বুঝুন যে, যদি কোন গাছের শিকড় কেটে যায় তবে ঐ গাছটি শুকিয়ে যায় আর এর ফল ও ফুলগুলো পঁচে গলে ঝড়ে পড়ে। ঠিক তেমনি **প্রিয় মুস্তফার** সম্মান, ঈমান নামের বৃক্ষের শিকড়ের ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া ঈমান নামক বৃক্ষও সবুজ শ্যামল থাকতে পারে না এবং নেক আমল রূপী এর ফুল ও ফল নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং নিজের নেকী সমূহ সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং বৃক্ষরূপী ঈমানকে বাড়ানোর জন্য **রাসূলের** আদবকে অত্যাবশ্যকীয় করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলের** সম্মানের এমন এমন ঘটনা লিখেছেন, যার উদাহরণ পাওয়া অসম্ভব। আসুন! **শময়ে রিসালাতের** এই মুর্ত প্রতিকদের **মুস্তফা** প্রেমের কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি:

১. বর্ণিত আছে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীরা অত্যধিক আদব ও সম্মানের কারণে **তাঁর** দরজায় নখ নিয়ে করাঘাত করতেন। (শরহে শিফা, ২য় খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা)

২. অনুরূপভাবে হুদাইরিয়া সন্ধির বৎসর কুরাইশরা হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে (তিনি তখনও ঈমান আনয়ন করেননি) **শাহানশাহে দো'আলম, নূরে মুজাসসম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রেরণ করলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন অযু করতেন তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অযুর পানি নেওয়ার জন্য এতই দ্রুত যেতেন যেন মনে হতো যে তারা একে অপরের সাথে ঝগড়া করছেন। যখন থুথু মোবারক ফেলতেন বা নাক পরিষ্কার করতেন তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা

হাতে নিয়ে বরকত অর্জনের জন্য নিজের চেহারায় এবং শরীরে মালিশ করে নিতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের কোন আদেশ করলে তা তৎক্ষণাৎ পালন করতেন এবং যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন তখন **তাঁর** সামনে নিশ্চুপ থাকতেন এবং সম্মানার্থে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে চোখ তুলে থাকাতেন না। যখন হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়াহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মক্কাবাসীদের নিকট ফিরে গেলেন তখন তিনি বললেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি কাইসার ও কিসরা এবং নাজ্জাশী বাদশাহের মতো দরবারেও গিয়েছি কিন্তু **আল্লাহ**র শপথ! আমি কোন বাদশাহকে তার গোত্রের মাঝে এরূপ শান ও শওকত আর সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি। যেমন শান (হযরত) **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** সাহাবীগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে দেখেছি।

(শিফা, ফসল ফি আদাতিস সাহাবা ফি তাযিমীহে, ২/৩৮)

৩. একবার **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো; اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ رَسُوْلُ اللهِ؟ অর্থাৎ আপনি বড় নাকি **নবী করীম, রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বড়? তখন তিনি উত্তরে বললেন: هُوَ اَكْبَرُ مِنِّیْ وَاَنَا كُنْتُ قَبْلَهٗ অর্থাৎ বড়তো **তিনিই**, কিন্তু আমি **তাঁর** আগে জন্মগ্রহণ করেছি। **(কানযুল উম্মাল, ১৩/২২৪, হাদীস নং- ৩৭৩৪৪)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ভালবাসতেন ও সম্মান করতেন, বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও বড়ত্বের ইঙ্গিত **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিই করতেন। আমাদেরও উচিৎ, আমরাও **প্রিয় নবী**র প্রেমের প্রদীপ শুধু নিজের অন্তরে প্রজ্জলিত করবো না বরং নিজের সন্তান সন্ততিদেরও সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইশ্‌কে রাসূলের সুন্দর সুন্দর ঘটনা শুনিয়ে শৈশব থেকেই তাদের অন্তরকে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় পাকাপোক্ত করবো। এই জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠ সম্বলিত কিতাব **"সাহাবায়ে কিরাম কা ইশ্‌কে রাসূল"** অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী হবে। তাছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাতের উপর

আমল, মাদানী মুযাকারা এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার বরকতেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **রাসূল** প্রেমের মহাসম্পদ অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "মাদানী দাওরা"

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রাসূলর প্রেমের নেয়ামত অর্জনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ৮টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী দাওরা"**। যার মাধ্যমে ইসলামী বোনদেরক ঘরে ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়। সাপ্তাহের যেকোন একদিন নির্দিষ্ট করে স্থান পরিবর্তন করে করে **'মাদানী দাওরা'**র মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করুন। কমপক্ষে ৭ জন ইসলামী বোন (যাতে কমপক্ষে একজন বেশি বয়সের অবশ্যই হওয়া চাই) নিজ যেলী হালকার আশেপাশে (পর্দা সহকারে) ঘরে ঘরে গিয়ে ৭২ মিনিট **'মাদানী দাওরা'** করুন। নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বরং স্বয়ং **সৈয়্যদুল আম্বিয়া, মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজের অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা (Benefits) রয়েছে, ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুন্নাতের উপর আমল হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে ইসলামী বোনদের সাথে সাক্ষাত ও সালামের সুন্নাত প্রসার হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে ইলমে দ্বীন এবং নেকীর দাওয়াতের মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে বেনামাযীদের নামাযী বানানোতে অনেক সাহায্য অর্জিত হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রসার ও সুনাম হয় সুতরাং আপনিও মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে তুলুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততার একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

পর্দাহীনতা থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে গেলো

টেকসালের (রাওয়াল পিন্ডি) এক ইসলামী বোন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নিত্য নতুন ফ্যাশন করা, গান বাজনা শুনা এবং বেপর্দার মতো গুনাহে গ্রেফতার ছিলো, তাছাড়া রাগ ও খিটখিটে স্বভাবের ছিলো। তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন কিছুটা এভাবে সাধিত হয় যে, একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী বোন তাকে নেকীর দাওয়াত দিলো এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের মানসিকতা প্রদান করলো। তার মুখের এরূপ প্রভাব ছিলো যে, সে অস্বীকার করতে পারলো না এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। তিলাওয়াত ও নাত শরীফের পর হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান খুবই মনমুগ্ধকর ও প্রভাবময় ছিলো। অতঃপর যিকিরুল্লাহর আওয়াজ এবং কেঁদে কেঁদে করা ভাব গাম্ভির্য্যপূর্ণ দোয়া তাকে খুবই প্রভাবিত করলো। ইজতিমায় হওয়া **আল্লাহ**র যিকিরে তার মনে খুবই প্রশান্তি লাভ হলো। সেদিন আর আজ! সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, সেই ইজতিমায় অংশগ্রহের পূর্বে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ বেপর্দার গুনাহে লিপ্ত ছিলো, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার বরকতে সে মাদানী বোরকা সাজিয়ে নিলো এবং এখনো পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর উপর অটল রয়েছে।

"যদি আপনারও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মাধ্যমে কোন মাদানী বাহার বা বরকত অর্জিত হয়, তবে ইজতিমার শেষে মাদানী বাহার স্টলে লিখিতভাবে জমা করিয়ে দিন।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! যেমনি ভাবে স্বয়ং **তাজেদারে আম্বিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বার প্রতি সম্মান করা আবশ্যক তেমনিভাবে **তাঁর** সাথে সম্পর্কীত সাহাবাগণ ও বিবিগণ, সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাবাররূকের সাথে সাথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আলোচনারও

সম্মান করা আবশ্যক। সাধারণত সকল দ্বীনি মাহফিলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করা হয়, কিন্তুইজতিমায়ে মিলাদে বিশেষত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা করা হয়, **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শান ও মহত্বের বর্ণনা করা হয় এবং **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র জীবনের সুন্দর সুন্দর ঘটনা সমূহ শুনানো হয়, সুতরাং জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের একটি রূপ। (রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **মিলাদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করাই হচ্ছে **তাঁর** মর্যাদার সম্মান করা বিদ্যমান রয়েছে। (আল হাবি লিল ফতোয়া, ১ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিলাদ উদযাপন করাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং সম্মান প্রকাশ পায়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশদাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা) আমাদের সৌভাগ্য যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অতি শীঘ্রই রবিউল আউয়ালের মোবারক মাস আমাদের মাঝে উপস্থিত হতে চলেছে, এই রহমতের মাস আসতেই আশিকানে রাসূলের অন্তরে খুশির বন্যা বয়ে যায় এবং তারা জশনে **ঈদে মীলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্যাপনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং কেনইবা হবে না, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে তো পুরো কায়েনাত (জগত) আনন্দিত হয়ে গেছে, আরশ খুশীতে আন্দোলিত, কুরসীও খুশীতে গর্বীত এবং জ্বিনদেরকে আসমানে যাওয়ার থেকে বাধা প্রদান করা হয়, তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগলো: নিঃসন্দেহে আমাদেরকে নিজেদের পথে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে আর ফিরিশতারা অত্যন্ত খুশিতে তাসবীহ পাঠ করতে লাগলো, বাতাস আন্দোলিত হতে-হতে সামনে এগুতে লাগলো এবং মেঘমালাকে প্রকাশ করে দেয়া হলো, বাগানে গাছের ঢাল সমূহ ঝুঁকতে থাকে এবং জগতের সকল কোণা কোণা থেকে **"আহলান সাহলান মারহাবা"** এর সুমধুর ধ্বনি আসতে লাগলো। (আর রউযুল ফায়িক, ২৪৩ পৃষ্ঠা) মোট কথা! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন পুরোপুরি রহমত এবং বরকতের উৎস।

সুতরাং আসহাবে ফিল (হস্তি বাহিনী) এর ধ্বংসের ঘটনা, ইরানের যে অগ্নিকুন্ড এক হাজার (১০০০) বছর ধরে জ্বলছিল তা মুহুতেই নিভে যাওয়া,

"কিসরার" প্রসাদে ভূমিকম্প এবং এর ১৪ টি গুম্বুজ ধ্বংস হওয়া, **"হামাদান"** এবং **"কুম"** এর মাঝে ছয় মাইল লম্বা ও ছয় মাইল প্রস্থ **"সাবা নদী"** মুহূর্তেই সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আম্মাজানের শরীর মোবারক থেকে এমন এক নূর বের হওয়া, যার কারনে **"বসরার"** প্রাসাদ আলোকিত হয়ে গেলো। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ওয়া শরহে যুরকানি বিলাদাতিহী, ১/১৬৭,২২১,২২৭,২২৮) এই সকল ঘটনাই এরই ধারাবাহিকতার অংশবিশেষ। যা **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পূর্বেই সুসংবাদ প্রদানকারী হয়েই সমগ্র জগতকে সুসংবাদ দিতে লাগলো।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! **জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী** ﷺ উদযাপন করা একটি কল্যানময় কাজ, এটি উদযাপন কারীদের **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনুগ্রহ অর্জিত হয়। যেমনটি

তাফসিরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত রয়েছে: মাহফিলে মিলাদ শরীফের বরকত সারা বছর ধরে ঘরে বিরাজমান থাকে। (রূহুল বায়ান, ৯/৫৭) অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাসতালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সৌভাগ্যমন্ডিত জন্মের দিন গুলোতে মাহফিলে মিলাদ উদযাপনের বিশেষত্বে মধ্যে এটি পরীক্ষিত বিষয় যে, সেই বছর নিরাপত্তাই-নিরাপত্তা বিরাজ করে। **আল্লাহ তায়ালা** সেই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন। যে বিলাদতের মাসের রাত সমূহে ঈদ উদযাপন করেছে।" (মাওয়াহেবু লিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা) জশনে মিলাদ উদযাপন কারীদের দুনিয়াবী বরকতের পাশাপাশি জান্নাতের সুসংবাদও রয়েছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাতে আনন্দ উদযাপন কারীদের প্রতিদান হলো, **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** দয়া ও মেহেরবানিতে তাদেরকে "জান্নাতুন নাঈম" দান করবেন। মুসলমানরা সর্বদা **মিলাদে মুস্তফা** উদযাপন করে আসছে এবং বিলাদতের খুশিতে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে থাকে, খাবারের আয়োজন করে থাকে এবং অধিকহারে দান-খয়রাত করে আসছে। খুবই আনন্দ প্রকাশ করে থাকে এবং মন খুলে খরচ করে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় বিলাদতের আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে, নিজেদের ঘর-বাড়ি সজ্জিত করে থাকে আর এই সমস্ত ভাল কাজের বরকতে তাদের প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হয়। (মা সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ, ৭৪ পৃষ্ঠা। বসন্তের প্রভাত, ১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ উদ্‌যাপন কারীদের উপর **আল্লাহ তায়ালা** কিরূপ খুশি হন এবং তাদের কিরূপ উপহার ও নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন। তাই জশনে মিলাদের খুশিতে মসজিদ, ঘর, দোকান এবং বাহন সমূহ এবং নিজ মহল্লায়ও সুবজ পতাকা লাগান। লাইটিং করুন বা কমপক্ষে **১২**টি লাইট অবশ্যই লাগান। রবিউল আউয়ালের **১২** তারিখের রাতে সাওয়াবের নিয়্যতে ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে অংশগ্রহণ করুন এবং সুবহে সাদিকের সময় সবুজ পতাকা হাতে দরূদ সালাম পড়তে পড়তে অশ্রু সজল নয়নে বসন্তের প্রভাতকে শুভাগমন জানান।

১২ রবিউল আউয়ালের দিন সম্ভব হলে রোযাও রাখুন, কেননা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রেখে নিজের বিলাদত উদযাপন করতেন।

যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সোমবারের রোযা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: "এই দিন আমার জন্ম হয়েছে এবং এই দিনই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২) মনে রাখবেন! **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতে খুশী উদযাপন করার আদেশ কোরআনে করীম থেকেই প্রমাণীত। যেমনটি **১১**তম পারায় সুরা ইউনুস এর ৫৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন **আল্লাহ**রই অনুগ্রহ ও **তাঁর** দয়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারাকা সম্পর্কে বলেন: **হে মাহবুব**! লোকদের এই সুসংবাদ দিয়ে এই আদেশ দিন যে, **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহ এবং **তাঁর** দয়া অর্জন করে খুশী উদ্‌যাপন করো। সাধারণ খুশী তো সবসময় উদ্‌যাপন করো আর বিশেষ বিশেষ খুশী বিশেষ তারিখে উদযাপন করো, যেই তারিখ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছো অর্থাৎ রমযান, বিশেষ করে শবে কদর এবং রবিউল আউয়াল, বিশেষ করে **১২** তম তারিখ, কেননা

রমযানে **আল্লাহ তায়ালার** অনুগ্রহে কোরআন অবতীর্ন হয়েছে আর রবিউল আউয়ালে **রাহমাতুল্লিল আলামীন** অর্থাৎ **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভাগমন করেন। এই অনুগ্রহ ও দয়া বা খুশি উদযাপন তোমাদের দুনিয়ায় জমানো ধন-সম্পদ টাকা, জায়গা জমি, পশু, ক্ষেত খামার বরং সন্তান সন্ততি সবকিছুর চাইতেও উত্তম, কেননা এই খুশির উপকারীতা ব্যক্তিগত নয় বরং জাতীয়, সাময়িক নয় বরং দীর্ঘস্থায়ী। শুধুমাত্র দুনিয়ার নয় বরং দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিতেই। শারীরিক নয় বরং অন্তরের এবং রূহানী, নষ্ট হয়না বরং এতে সাওয়াব রয়েছে। **(তাফসীরে নঈমী, ১১/৩৬৯)**

আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আহলে সুন্নাতের নিকট মিলাদে পাকের মজলিশ অতি উত্তম মুস্তাহাব কাজ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেক কাজ সমূহের একটি।

(আল হাক্কুল মুবিন, ১০০ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিলাদ শরীফ অর্থাৎ **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত বিলাদতের বয়ান করা জায়িয। এ প্রসঙ্গে এই পবিত্র মজলিশে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযিলত ও মুজিযা, জীবনী ও চরিত্র, বাল্যকাল ও দুনিয়ায় আগমনের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়, এই সকল কিছুর আলোচনা হাদীস শরীফেও রয়েছে এবং কোরআন মজীদেও রয়েছে। যদি মুসলমান নিজেদের মাহফিলে এসব বয়ান করে বরং বিশেষ করে এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্যই মাহফিলের আয়োজন করে তবে তা নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। এই মজলিশের জন্য মানুষদের দাওয়াত দেয়া এবং অংশীদার করা নেকীর দিকে আহ্বান করাই, যেমনিভাবে ওয়াজ (ধর্মীয় অনুষ্টান) এবং জলসার জন্য ঘোষনা করা হয়, লিফলেট ছাপিয়ে বন্টন করা হয়, পত্র-পত্রিকার এ বিষয়ে কলাম ছাপা হয় এবং এসবের কারণে সেই ওয়াজ ও জলসা নাজায়িয হয়ে যায় না। অনুরূপভাবে পবিত্র আলোচনার জন্য আহ্বান করাতে এই মজলিশকে নাজায়িয ও বিদআত বলা যাবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, ৬৪৪-৬৪৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঈদে মিলাদুন্নবী ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুসলমানদের জন্য **তাজেদারে আম্বীয়া, হাবীবে কিবরিয়া, নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের (শুভাগমনের) দিনের চেয়ে আর কোন দিন "নেয়ামত দিবস" হতে পারে? কেননা জগতের সকল সৌন্দর্য্য এবং সকল নেয়ামত **তাঁর** উসিলায় তো পেয়েছি, আর এই দিনতো ঈদের চেয়েও বড় কেননা উভয় ঈদও **তাঁর** সদকার নসিব হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দ্যোগে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য স্থানে প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ভাবে উদযাপন করা হয়। রবিউল আউয়ালের **১২** তারিখ রাতে আজিমুশ্শান ইজতিমায়ে মিলাদ এর আয়োজন করা হয় এবং ঈদের দিন অর্থাৎ **১২** রবিউল আউয়াল **"মারাহাবা ইয়া মুস্তফা"** শ্লোগানে মুখরিত অসংখ্য জুলুসে মিলাদ বের করা হয়। যাতে লাখো লাখ আশিকানে রাসূল অংশ গ্রহণ করে থাকে।

মাদানী ইনআমাত মজলিশ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও জশনে মিলাদের বরকত সম্পর্কিত বয়ান শুনছিলাম। যদি আপনিও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাকে নিজের অন্তরে আরো বাড়াতে চান, তবে আসুন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৪টি বিভাগে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মাদানী ইনআমাত মজলিশ"**। এই বিভাগের মূল উদ্ধেশ্য হচ্ছে ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র ও ছাত্রীদের আমলদার বানানো এবং তাদের মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করা। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন যে, আহ! যদি অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত সমূহ আদায়ের পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই এই ইসলামী বোন এই মাদানী ইনআমাতকেও নিজের জীবনের অপরিহার্য আমল বানিয়ে নিতো এবং **দা'ওয়াতে**

ইসলামীর সকল যিম্মাদারগণ নিজ নিজ হালকায় এই মাদানী ইনআমাতকে প্রসার করার কাজ করে যেনো সকল মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাতের উন্নতির জন্য এটি একনিষ্ঠভাবে গ্রহন করে নিয়ে **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তাঁর প্রিয় মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি হওয়া মহান নেয়ামত অর্জন করে নেয়। আসুন! আমরাও নিয়্যত করে নিই যে, শুধু নিজে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার চেষ্টা করবো না বরং অপরকেও এর প্রতি আমল করার উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাকতুবে আত্তার

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জশনে মিলাদ উদযাপনকারী আশিকানে মিলাদকে নিজের মাকতুবে (চিঠি) কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল প্রদান করেছেন। আসুন! কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করে নিই।

ইসলামী বোনদের বেপর্দায় চলাফেরা করা হারাম! রবিউল আউয়ালের বরকতে ইসলামী বোনেরা সর্বদা সম্পূর্ণ শরীয়ত মোতাবেক পর্দা করার এবং সাধ্যমত মাদানী বোরকা পরিধানের নিয়্যত করে নিন। (মহিলাদের বেপর্দা হওয়া হারাম এবং দ্রুত তাওবা করে এ সমস্ত গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।)

ঝুক গেয়া কা'বা সবি ভুত মুহ কে বাল আউন্দে গিরে
দবদবা আমদ কা থা, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

সুন্নাত ও নেকী সমূহের উপর স্থায়িত্ব অর্জন করার মাদানী ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এই, সকল আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা প্রতিদিন **'ফিক্‌রে মদীনা'** করার মাধ্যমে **"মাদানী ইনআমাতের রিসালা"** পূরণ করে প্রতি মাসের **১ম** তারিখে জমা করানোর নিয়্যত করা, যদি নিয়্যত হয় তবে হাত উঠিয়ে বলুন: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ (মনে রাখবেন! যদি অন্তরে নিয়্যত না হওয়ার পরও জেনে শুনে দেখানোর জন্য হাত উঠানো যে, আমিও নিয়্যত করছি, তবে তা গুনাহ।)

বদলীয়া রহমত কি চায়ে বুন্দিয়া রহমত কি আয়ে
আব মুরাদি দিল কি পায়ে আমদে শাহে আরব হে।

(কাবালায়ে বখশিশ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

সকল আশিকানে রাসূল ইসলামী বোন, যিম্মাদারগণসহ বিশেষভাবে রবিউন্ নূর শরীফে বিশেষভাবে ৩০ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন নিজ ঘরের ভেতর (শুধুমাত্র ঘরের ইসলামী বোন ও মাহারিমদের মাঝে) ফয়যানে সুন্নাতের মাদানী দরস চালু করুন এবং আগামীতেও নিয়মিত চালু রাখার নিয়্যত করে নিন।

ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে নিজের ঘরে ১২টি অন্যথায় কমপক্ষে একটি সবুজ মাদানী পতাকা রবিউল আউয়ালের চাঁদ রাত থেকে পুরো মাস উড়ান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চারিদিকে মাদানী পতাকার মাদানী বাহার শোভা পাবে।

বিশেষ সতর্কতা: যদি পতাকার মধ্যে না'লাইন শরীফের নক্শা কিংবা অন্য কোন লিখা থাকে, তাহলে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেটা যেন টুকরা টুকরা হয়ে না যায়, মাটিতেও যেনো পরে না যায়। তাছাড়া যখনই রবিউল আউয়াল শরীফের মাস চলে যাবে, সাথে সাথে নামিয়ে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন, আর অসম্মানী হয়ে যায়, তবে নক্শা মোবারক ও লিখা ছাড়া সাধারণ সবুজ পতাকা উড়ান।

নবী কা ঝান্ডা লেকর নিকলো দুনিয়া পর ছা জাও
নবী কা ঝান্ডা আমন কা ঝান্ডা ঘর ঘর মে লেহরাও

নিজের ঘরে ১২টি লরী বাতি বা কমপক্ষে ১২টি বাল্ব দ্বারা ১২ দিন পর্যন্ত আলোকিত করুন।

মাশরিক ও মগিরীব মে ইক ইক বামে কাবা পর ভি এক
নসব পরচম হো গেয়া, আহলান ওয়া সাহলাস মারহাবা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক ইসলামী বোন সামর্থ্য অনুযায়ী বেশিতে ১১২ কিংবা কমপক্ষে ১২ টাকা দিয়ে **"মাকতাবাতুল মদীনা"** থেকে প্রকাশিত রিসালা ও মাদানী ফুলের বিভিন্ন লিফলেট বন্টন করান। অনুরূপভাবে সারা রিসালা বন্টনের ব্যবস্থা করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন। আনন্দ কিংবা শোকের অনুষ্ঠানে এবং মৃত ব্যক্তিদের

ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে **"রিসালা বন্টন"** এর ব্যবস্থা করুন এবং অপরাপর মুসলমানদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন।

বাট কর মাদানী রসায়েল দ্বীন কো পেলায়ে
করকে রাজি হক কো হকদার জিনা বন জায়ে

সগে মদীনার عُفِيَ عَنْهُ লিফলেট **"জশ্নে বিলাদতের ১২টি মাদানী ফুল"** সম্ভব হলে ১১২ অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি তাছাড়া পারলে **"বসন্তের প্রভাত"** রিসালাটির ১২ কপি "মাকতাবাতুল মদীনা" থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে বন্টন করে দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনে লোকের সংশোধনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাই এ ধরণের ক্যাসেট এবং VCD, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারার মেমোরী কার্ড লোকদের কাছে পৌঁছানো দ্বীনের বড় খিদমত এবং অপরিসীম সাওয়াবের মাধ্যম হয়ে যাবে। তাই যার পক্ষে সম্ভব হয় জশনে বিলাদতের খুশিতে বয়ানের ক্যাসেট এবং VCD, অধিকহারে বন্টন করুন এবং দ্বীনের প্রচার কার্যে অংশ নিন। বিয়ের সময় কার্ডের সাথে রিসালা, আর সম্ভব হলে বয়ানের ক্যাসেট বা VCDও সাথে দিনম বর্ণনাকৃত মেমোরী কার্ডও অন্তর্ভূক্ত করুন। ঈদ কার্ডের প্রচলন বন্ধ করে তার স্থলে এটা চালু করুন, যাতে করে যে টাকা খরচ হবে তা দ্বীনেরও উপকার হয়। আমাকে লোকেরা অনেক দামী দামী কার্ড পাঠিয়ে থাকে, এতে আমার অন্তর খুশি হওয়ার পরিবর্তে জ্বলতে থাকে। আহ! ঈদ কার্ড ক্রয়ে খরচকৃত টাকা যদি দ্বীনের কাজে ব্যয় হতো! তাছাড়া এর উপর লাগানো চকচকে জড়ি পাউডারের কারণে খুবই সমস্যা হয়।

উনকে দরপে পলনে ওয়ালা আপনা আপ জওয়াব
কোয়ি গরীব নাওয়াজ তো কোয়ী দাতা লাগতা হে

যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা ঘরের মধ্যে (মাইক ছাড়া) ইজতিমা করুন, রবিউল আউয়াল শরীফে অনুষ্ঠিত সকল ইজতিমায় যার সম্ভব হয় সারা মাসই সবুজ পতাকা সাথে নিয়ে আসুন।

১১ তারিখ সন্ধ্যায় বা ১২ তারিখ রাতে গোসল করে নিন। যদি সম্ভব হয় ঈদসমূহের ঈদের সম্মানার্থে নতুন পোশাক, সেন্ডেল, তাসবীহ, আতরের বোতল, মাদানী প্যাড ইত্যাদি নিজের ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিস সম্ভব হলে নতুন কিনে নিন।

আয়ি নয়ি হুকুমত সিক্কা নয়া চলে গা
আলম মে রঙ বদলা সুবহে শবে বিলাদত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সমবেদনা জ্ঞাপনে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"নেককার হওয়ার উপায়"** থেকে সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল শ্রবল করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য ঐ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির সমান সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৫) (২) যে মুমিন বান্দা নিজের কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত পোশাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০১) ✯ সমবেদনা জ্ঞাপন এর অর্থ হচ্ছে: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। "সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।" (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা) ✯ দাফনের আগেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়িয কিন্তু দাফনের পর সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম, আর এটা সেই সময় যখন মৃতের পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি না করে। নতুবা তাদের সান্তনার জন্য দাফনের পূর্বেই সমবেদনা জ্ঞাপন করুন। (আল্ জাওহেরাতুন নায়্যারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৪১ পৃষ্ঠা) ✯ সমবেদনা জ্ঞাপনের সময় মৃত্যু থেকে তিন দিন পর্যন্ত, এরপর করা মাকরূহ। কেননা এর দ্বারা শোক তাজা হবে, কিন্তু যখন সমবেদনা জ্ঞাপনকারী অথবা যার সমবেদনা জ্ঞাপন করা হবে, সে সেখানে বিদ্যমান না থাকে বা বিদ্যমান আছে, তবে তার জানা নেই, তাহলে পরে সমবেদনা জ্ঞাপন করাতে অসুবিধা নেই। (জাওহেরাতুন নিয়রা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৪১ পৃষ্ঠা) ✯ মুস্তাহাব হলো, মৃতের সকল নিকটাত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। ছোট, বড়, পুরুষ ও মহিলা সবাইকে, তবে মহিলাকে তার মুহরিমই সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫২) ✯ সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে এটা বলবে:

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সবরে জামীল (উত্তম ধৈর্য) দান করুক এবং এই বিপদের জন্য (ধৈর্য ধারন করার প্রতিদান হিসেবে) মহান প্রতিদান দান করুক, আর **আল্লাহ তায়ালা** মরহুমকে ক্ষমা করুক। ✯ শোকের দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও ঈদের সময় মৃতের শোক পালন করা বা শোকের কারণে উত্তম পোষাক পরিধান না করা নাজায়িয ও গুনাহ। তবে এমনিতেই কেউ উত্তম পোষাক পরিধান না করলে তবে গুনাহ নেই। ✯ প্রলাপ অর্থাৎ মৃতের বিভিন্ন কৃর্তিকলাপকে আরো বৃদ্ধি করে বর্ণনা করে আওয়াজ করে কান্না করা, হারাম। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫৪) ✯ ডাক্তারগণ বলেন: (যে নিজের আত্মীয়ের মৃত্যুতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, তার) মৃতের জন্য একেবারে কান্নাকাটি না করলে কঠিন রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে অন্তরের উষ্ণতা বের হয়ে যায়। এজন্য (বিলাপ ছাড়া) কান্না করা থেকে কখনো নিষেধ করবেন না। (মিরআতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা)